"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো তোমাদের বুদ্ধির পড়াশোনা, বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য প্রবৃত্তিতে অত্যন্ত যুক্তি সহকারে চলতে হবে, খাওয়া-দাওয়ার শুদ্ধতা বজায় রাখতে হবে"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরের কাজকর্ম বড়ই ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) এবং গুপ্ত, কীভাবে?

*উত্তরঃ - প্রত্যেকের কর্মের হিসাব-নিকাশ মেটানোর এই কর্মকান্ড বড়ই ওয়ান্ডারফুল এবং গুপ্ত। যে যতই নিজের পাপকর্ম লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করুক না কেন তা কখনো চাপা থাকে না। সাজা অবশ্যই খেতে হবে । প্রত্যেকের কর্মের খাতা উপরে রাখা আছে, তাই বাবা বলেন - বাবার হয়ে যাওয়ার পর, তবুও যদি কোনো পাপ হয়ে যায়, বাবাকে সত্য বলে দিলে অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে । কম সাজা ভোগ করতে হবে । তাই লুকিয়ে রেখো না । বলা হয়ে থাকে যে - চুরি কম টাকার হোক অথবা লাখ টাকারই হোক - তাকে চুরিই বলা হবে.... চেপে রাখলে জ্ঞান ধারণ হবে না ।

ওম্ শান্তি । তোমরা বসে কাকে স্মরণ করছো ? বাচ্চারা জানে যে মাতা-পিতা বাপদাদা এখনই আসবেন, এসে বাচ্চাদেরকে নিজের উত্তরাধিকার দেবেন । বাবার থেকে আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে যেমনভাবে নিয়েছিলাম, ঠিক তেমনভাবেই পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । এ'কথা প্রত্যেকের হৃদয় জানে । এখন এই নরক সমান জঙ্গালের স্তুপে আগুন লাগলো বলে । এ সকল জাগতিক ব্যক্তি অথবা বস্তুর সাথে তোমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমাদের এই জ্ঞানও গুপ্ত, তাই উত্তরাধিকারও গুপ্ত। লৌকিক পিতার উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষ দেখা যায়। চোখে দেখতে পাওয়া যায় যে - এ হলো লৌকিক পিতার জমিজমা সম্পত্তি। বাবাকেও দেখা যায় আর তার উত্তরাধিকারও দেখা যায়। কিন্তু আমাদের আত্মা গুপ্ত। এই চর্মচক্ষু দিয়ে না আত্মাকে দেখা যায়, না পরমাত্মাকে দেখা যায়। লৌকিক সম্বন্ধে নিজেকে শরীর জেনে এই শরীরকেও চোখ দিয়ে দেখা যায় আর এই শরীরের জন্মদাতা পিতাকেও দেখা যায়। লৌকিকে শিক্ষক এবং গুরুকেও দেখা যায় কিন্তু এখানে অলৌকিক জ্ঞানে, এই বাবা-টিচার-গুরু সকলেই গুপ্ত। বাচ্চারা জানে যে - আমরা, আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছি। পূর্বে এই তৃতীয় নেত্র ছিল না। আত্মা নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। এখন সেই আত্মার জেগে ওঠার পালা, তো আত্মাও গুপ্ত হয়ে আছে। ঠিক যেমনভাবে কোন আত্মা এসে শরীরে প্রবেশ করে, তেমনভাবেই শিব বাবা এই ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে, আমাদেরকে পুনরায় স্বর্গের মালিক তৈরি করছেন । বুদ্ধিতেও বলে যে - আমরা বহুবার বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম, অর্ধেক কল্পের জন্য। পুনরায় অর্ধেক কল্প আমরা তা হারিয়ে ফেলি। আবার পুনরায় আমরা শ্রীমৎকে ধারণ করে, নিজ রাজধানী স্থাপন করছি। শ্রীমৎ প্রদানকারী বাবা গুপ্ত হয়ে আছেন । তোমাদের আত্মা জানে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে গুপ্ত রূপে এই জ্ঞান শ্রবন করছি। আত্ম-অভিমানী অবশ্যই হতে হবে । সবার প্রথমে হলো আত্মা, তারপর শরীর । আত্মা অবিনশ্বর আর বাবাও অবিনশ্বর । শিববাবা যে শরীর ধারণ করেন তাও নশ্বর । এই ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে, তিনি আমাদেরকে অতি মিষ্টি ভাবে বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন আর বারে বারে মনে করিয়ে দেন যে, আমি এসেছি তোমাদেরকে দৈবী, সতোগুণী স্বরাজ্যের যোগ্য করে তোলার জন্য পুরুষার্থ করাতে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। সত্য যুগে শুধুমাত্র তোমাদেরই রাজত্ব থাকবে । সেখানে তুমিই রাজত্ব করতে । পুনরায় পুনর্জন্ম তো নিতেই হয় । যিনি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর অথবা দৈবীকুলের ছিলেন, পুনরায় তারাই থাকবেন। আর অন্য কেউ নয়। চন্দ্রবংশী কুলও হবে না। এই জ্ঞান অত্যন্ত সহজ ভাবে বোঝা যায়। বরাবর ভাবে সত্যযুগে কোনো ধর্ম ছিল না। এখন তো কতো কতো ধর্ম, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি করতে থাকে। অনেক ধর্মের, অনেক হাতের, অনেক তালি বাজতেই থাকে । সত্যযুগে যেহেতু শুধুমাত্র একটাই ধর্ম, তাই তালি বাজে না। বাচ্চারা তোমরা গুপ্তভাবে নিজ রাজ্য স্থাপন করছো। প্রত্যেকেই বলে যে - আমি নিজের রাজ্যে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছি। সুতরাং তার যোগ্য বাহাদুরীও তো করা চাই। তোমাদের নামই হল শিবশক্তি । বাঘের পিঠে সওয়ারী তোমাদের করতে হয় না। তোমাদের মহিমার গুণকীর্তন করার জন্যই দেখানো হয়েছে যে, তোমরা শক্তিরা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে আছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা বাঘের পিঠে সওয়ারী করো না। তোমরা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। মায়ার ওপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য যে পালোয়ানের মতো কসরত তোমরা করে দেখাও, তার জন্যই তোমাদের নাম শিবশক্তি সেনা রাখা হয়েছে। এখানে গোপেরাও আছেন, কিন্তু অধিকাংশ মাতারাই আছেন । অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ থেকে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে তুমিই সকলকে নিয়ে চলো। তুমি একথা জানো যে সত্যযুগ বিষ্ণুপুরীতে আমরা অত্যন্ত সুখী ছিলাম। পবিত্রতা সুখ শান্তি সমস্তই ছিল । এখানে অনেক দুঃখ রয়েছে । ঘরে দুষ্টু বাচ্চারা কত না বিরক্ত করে । ওখানে তো সদা সর্বদা আনন্দিত হয়ে থাকে ।

তুমি জানো যে অসীমের পিতা, পুনরায় আমাদেরকে সেই অসীম সুখ দিতে এসেছেন। বাবা বলেন যে ঘর-গৃহস্থের মধ্যে থেকেও, বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণ করো - এ হলো বুদ্ধির পড়াশোনা। ঘরে থাকো কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলো । খাদ্য পানীয়র মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার হয়, তাই অত্যন্ত যুক্তিসহকারে চলো। প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মবন্ধন আছে। কেউ বাল্কিলি তো কেউ বন্ধন মুক্ত। কেউ আবার চাতুরীর দ্বারা ভূঁ ভূঁ করে ছুটি নিয়ে নেয়। সবাইকে বলো যে বাবার নির্দেশ - 'পবিত্র হও, আমি তোমাদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করতে এসেছি' । সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই শ্রী ভগবানের মত অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই তো সাজা ভোগ না করেও, আমরা মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবো । মাথায় জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা বয়ে চলেছি আমরা। যেমনভাবে বাবা এক সেকেন্ডে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করেন, ঠিক তেমনভাবে সাজাও প্রাপ্ত হয় এক সেকেন্ডের মধ্যে, কিন্তু তার ভোগ অনেক বেশি হয়। যেমন ভাবে কাশী কালভার্ট এতে যারা যায়, তারা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক সাজা ভোগ করে। কিন্তু তাদের হিসাব-নিকাশ সমস্ত মেটানো হয়ে যায়। তোমাদেরকে সাজা ভোগ না করেই এই সমস্ত হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলতে হবে, সেই কারণেই এমন পুরুষার্থ করতে হবে যে, আর সাজা না খেতে হয়। বাবাকে মন প্রাণ দিয়ে স্মরণ করো । মহাবিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিনাশ কালে পান্ডবদের প্রীত বুদ্ধি দেখা গিয়েছিল । বাবা স্বয়ং সামনে এসে তাদের মধ্যে সেই প্রীতি জাগিয়ে তুলেছেন। বাকিদের সাথে প্রীতিতে কি লাভ! সে সমস্তই বিনাশ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র বাবাকে মন প্রাণ দিয়ে স্মরণ করার জন্য কঠিন কড়া পুরুষার্থ করতে হবে। বাহ্যিক জীবনে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আনন্দিত হয়ে মিষ্ট ব্যবহার কর, কিন্তু হৃদয়ে যেন শুধু এক বাবাই থাকেন । জাগতিক প্রেমিক-প্রেমিকারা ঘরে থেকেও একে অপরকে কতটা স্মরণ করে। তুমি এখন স্বয়ংশিব বাবার প্রেমী হয়েছো। তিনি তোমার সামনেই রয়েছেন তিনি তোমাকে স্মরণ করেন তুমি তাঁকে স্মরণ করো। শিব বাবা এই ব্রহ্মা শরীরে এসে সমস্ত আত্মাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ জুড়ে দেন। একেই বলা হয় আত্মাদের সাথে পরমপিতা পরমাত্মার কল্যাণকারী মেলা। তোমরা সকলে হলে জ্ঞানগঙ্গা, জ্ঞানসাগর বাবা তো একজনই আছেন। বাবাকে স্মরণ করলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা আর কোন রকম কষ্ট দেন না, শুধুমাত্র পবিত্র থাকতে হবে এইটুকুই মাত্র। কাম হলো মহা শত্রু, এই বিকারের ওপর জয়লাভ করলে তুমি শ্রীকৃষ্ণপুরীর মালিক হয়ে যাবে। বাবার নির্দেশ হলো পবিত্র হও, তবেই ২১ জন্মের জন্য রাজ্যপদ লাভ করবে। পতিত হওয়ার থেকে তো বাসন মেজে জীবন অতিবাহিত করা অনেক ভালো। কিন্তু দেহ অভিমান বিনষ্ট হয় না বলে উত্তরাধিকারও হারিয়ে ফেলে। দেখো বাবা কত মহান, তোমাদের জন্য তিনি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসেছেন । শিব বাবাকে সোমনাথের মন্দিরে পুজো করা হয় । সেই বাবাই এই সময় দেখো কত সাধারন ভাবে বসে আছেন। এখন পরমাত্মা নিজে এসে শিক্ষা দিচ্ছেন এখনো যদি সেই পথে আমরা না চলি তাহলে আমরাই আমাদের ভাগ্যের পরিসমাপ্তি করে দেবো ।

বাবা বলেন বাচ্চারা পবিত্র হও। এখন তো সকলেই হল ভ্রষ্টাচারী, শ্রেষ্টাচারী তো তাদেরকে বলা হয় যারা পবিত্র থাকে। গভর্মেন্ট তো সন্ন্যাসীদের গ্রুপ বানিয়েছে যে তোমরা সকলকে শ্রেষ্টাচারী বানাও। কিন্তু শ্রেষ্ঠাচারী তো হয়ই সত্যযুগে। এখানে কেউই হতে পারে না। পবিত্রদেরই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সন্ন্যাসীরা হল পবিত্র কিন্তু তারা অপবিত্রতার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে কারণ হলই এটা মায়ার রাজ্য। কেউ যোগবলের দ্বারা জন্ম তো নেয় না। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে মন সর্বদা স্বচ্ছ রাখতে হবে। একটুও অহংকার যেন না থাকে। একদম গরিব হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। বাবা হলেন গরিবের ভগবান, বাঃ এই দারিদ্র বাঃ! গরিবদের ধনবান বানাতে হবে। বাবা বলেন আমি ভারতকে গরিব থেকে ধনবান বানাই। ভারতবাসীরাই হবে আর হবে তারাই যারা শ্রীমতের আধারে চলবে। তারাই স্বর্গের মালিক হতে পারবে। বাবা সহজ রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন শ্রীকৃষ্ণপুরী বা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। বাবার আজ্ঞা হল পবিত্র হও আর কোনো মানুষকে আমরা গুরু মান্য করি না। বেশী বিবাদ হয় পবিত্রতার উপরেই। কেউ মার খায়, ঘর থেকে বের করে দেয় তারা কি করবে? বাবা তাদের শরণ দেন, কিন্তু এ'রকমও নয় যে বাবার কাছে গিয়ে আবার আত্মীয় পরিজনদের কথা স্মরণে আসবে আর ক্ষতি করতে থাকবে। তখন দুই জগৎ থেকেই দূর হয়ে যাবে। জ্ঞানের ধারণা করে না তাই শুধরাতে পারে না। পুরাতন চালচলন থেকে যায়। এখানে তো কোনো পাপ করা উচিত নয়। তোমাদের তো পুণ্য আত্মা হতে হবে। শ্রীমতের আধারে নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করো - এটা পাপ না পুণ্য? বাবা বোঝান যে যা কিছু পাপ করেছো তা বাবাকে শোনালে অর্ধেক পাপ সমাপ্ত হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চারা বলে যে আমরা এটা করেছি। এই অপরাধ করেছি, অমুকের দ্বারা পতিত হয়েছি। বাবা তো জানেন তাই না যে কত বিকর্ম করেছে। বোঝান যে এখন আর কোনো পাপ ক'রো না, না হলে শাস্তি একদম শতগুণ হয়ে যাবে তারপর ধর্মরাজপুরীতে সাক্ষাৎকার করাবেন। তোমরা এ'রকম এ'রকম পাপ করে লুকিয়েছিলে। লুকানো তো থাকবে না। কেউ দেখতে না পেলেও বাবা তো ভালোভাবেই জানেন তাই না। ধর্মরাজের কাছে সব খাতা থাকে। ঈশ্বরীয় কারবার হল বড়ই ওয়ান্ডারফুল আর গুপ্ত। বলা হয় না - অবশ্যই পাপ করেছো তাইতো এ'রকম খারাপ ঘরে জন্ম নিয়েছে। তাহলে অবশ্যই জমা হয় তাই না। উপরে তো খাতা আছে তাই না। এখন সেই খাতা এখানে

আছে সেইজন্য বাবা বোঝাতে থাকেন যে এখন কোনো পাপ করো না। ছোটো চোর আর লাখ টাকার চোর উভয়েই হল সমান। বুঝতে হবে যে আমরা অনেক বড় পাপ করেছি তাই পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ধারণা হয় না তাই ঈশ্বরের সার্ভিস করতে পারে না আর অন্যেরও কল্যাণ করতে হবে। এইভাবেই সময় নষ্ট করতে থাকবে, পাপ করতে থাকবে তাই পদ কমে যাবে। তারপর কল্প-কল্পান্তরের জন্য সেই পদই থেকে যাবে সেইজন্য যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে থাকেন বাবার কাছে কেন এসেছো? বলে সূর্যবংশী রাজধানীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য, তাহলে শ্রীমতের আধারে অবশ্যই চলতে হবে। দেখতে হবে আমার দ্বারা কোনো অপকর্ম বা পাপ হয়নি তো? নাহলে শতগুণ দন্ড ভোগ করতে হবে, তারপর দাস-দাসী গিয়ে হতে হবে। এখানে কি এরজন্যই এসেছো। মাম্মা বাবা বলো তাহলে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে তাই না। ধারণা ব্যতীত পদ কিভাবে পাবে। মাম্মা বাবা বলেও মা বাবার সিংহাসনে বিরাজ করে না তাই বোঝা যায় যে সম্পূর্ণরূপে পঠন-পাঠন করে না। মাম্মা-বাবা তো নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয় তাই না। তোমাদেরকেও বাবা সেটাই পঠন-পাঠন করাতে থাকেন তাই না। তাই বাবার থেকে সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা দরকার। অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ করতে থাকে, আর বলেও না। যতই বোঝাও তাও পরিত্যাগ করে না। চোরের অভ্যাসই হয়ে যায় তাই চুরি ব্যতীত, মিথ্যা কথা বলা ব্যতীত থাকতে পারে না। সত্য বাবার কাছে সত্যই বলা উচিত। বাবাকে বলা উচিত যে আমার দ্বারা এই পাপ হয়ে গেছে, ক্ষমা করো। মায়া পাপ করিয়ে দিয়েছে। তাও যদি সত্যি বলো তাহলে পাপ অর্ধ মাফ হয়ে যাবে। না হলে পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কেউ কেউ বলে ব্যবসায় পাপ হয়। ব্যবসায়ীরা পাপ করে দান ধ্যান করে যাতে পাপ কম হয়ে যায়। পাপ করে আবার পুণ্য কর্মে সেই টাকা লাগিয়ে দেয় সেটাও তো ভালো। ডুবে যাওয়া নৌকার থেকে যদি লোহা বের করতে পারলে তাতেও লাভ। এই বাবা তো স্বর্গের স্থাপনা করেন তাই সকল পূণ্য সেখানে চলে যায়। দান পুণ্য যারা করে তারাই প্রাপ্ত করে তাই না। বাবা প্রত্যেককে বোঝান যে, বাবা প্রত্যেক কথায় মত প্রদান করেন তাই বাচ্চাদের কখনোই এ'রকম কাজ করা উচিত নয়। কিন্তু মায়া ছাড়ে না। ভালো ভালো জিনিস দেখলে দ্রুত খেয়ে নেবে অথবা তুলে নেবে। এ'রকম পাপ করার ফলে নিজেরই পদ ভ্রষ্ট করে ফেলে। কোনো কোনো বাচ্চা বাবা-বাবা বলে তারপর আবার হাত ছেড়ে দেয়। হাত ছেড়ে দিলে তার হাল কি হবে? মায়া একদমই কাঁচা খেয়ে নেবে। তারপর সে কড়ি মূল্যেরও থাকবে না। নম্বর ক্রমিক হয়ে থাকে। সুখধামে কেউ তো রাজত্ব করবে, কেউ আবার সাধারণও থাকবে। দাসদাসীও তো থাকবে! এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । সেইজন্য বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। মৃত্যু তো সামনে উপস্থিত। অকালে মৃত্যু তো হয়েই থাকে। এরোপ্লেন ভেঙে পড়ে গিয়ে সবার মৃত্যু হয়ে গেল। কারো কি জানা থাকে যে এই রকম হবে। মৃত্যু তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্য চেষ্টা করতে হবে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নেওয়ার। শ্রীমতের আধারে শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই কর্ম করো। সাথে সাথে এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও করো। বাবা তো সব যুক্তি বলে দিতে থাকেন। পুরুষার্থ করে পবিত্রও থাকতে হবে। ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজাও ভালো - অপবিত্র হওয়ার চেয়ে। কিন্তু দেহী-অভিমানী হতে হবে। পবিত্রতাকে অনেক মান দেওয়া হয়। পবিত্র না হলে পদও পাবে না। এই সব সতর্কতা বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে। বাচ্চাদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। প্রজা অনেক হবে। একজন রাজার অন্তত কয়েক হাজার প্রজা তো থাকতে হবে । রাজা হওয়াতেই হল পরিশ্রম। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) এই বিনাশকালে হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা এক বাবার সাথেই রাখতে হবে। এক এরই স্মরণে থাকতে হবে।

২ ) সত্য বাবার সাথে সর্বদা সৎ থাকতে হবে। কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখলে চলবে না। দেহী-অভিমানী থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অপবিত্র কখনই হয়ো না।

*বরদানঃ-* দুঃখের ঢেউ এর থেকে নির্লিপ্ত থেকে প্রভুর ভালোবাসার অনুভবকারী খুশীর প্রাচুর্যে (খাজানা) সম্পন্ন ভব

সঙ্গমের সময় দুঃখের ঢেউ আছড়ে পড়ার মতো কোনো ঘটনা যদি সামনে এসে যায়, নিজের ভিতরকে সেই দুঃখের ঢেউ যেন দুঃখী না করে। গরমকালে যেমন গরম হবেই, কিন্তু তার থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচবে সেটা নিজের উপর। তো দুঃখের কথা শুনেও হৃদয়ে যেন তার প্রভাব না পড়ে। যখন এই রকম দুঃখের ঢেউ এর থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যাবে তখন প্রভুর প্রিয় হতে পারবে। যে এই রকম নির্লিপ্ত আর পরমাত্ম প্রিয়

হয়, সে-ই খুশীর প্রাচুর্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

*স্লোগানঃ-* সে-ই ত্রিকালদর্শী বা ত্রিনেত্রী যে মায়ার বহুরূপকে সহজেই চিনে নেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;